লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখকের নাম ঃ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আক্বিদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী। **পিতার নাম ঃ** মুন্সী আদম আলী মোল্লা। **মাতার নাম ঃ** মালেকা খাতুন।

জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ।

জন্মস্থান ঃ গ্রাম আমিয়াপুর, পোষ্ট ঃ পাঠান বাজার, থানা ঃ মতলব (উঃ), জিলা ঃ চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুজুর্গ ও ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) ছিলেন লেখকের বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ। হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ) রচিত ফেকাহ নীতিশাস্ত্র নূরুল আনওয়ার গ্রন্থখানা দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্য গ্রন্থ। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহঃ)-এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন ঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফ্জ আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে হিফজ শেষ করেন। তারপর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ (১৯৫৬ইং-১৯৬৪ইং সালে) উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি ও এম.এ. (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ পাস করেন (১৯৬৬-১৯৭০ইং সালে)। আরবী ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জিবীকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ইং সামান্য বিরতিসহ হযরত তারেক শাহ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে ১ বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ইং সালে বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে চাকুরী নিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকা চলে আসেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ইং সাল পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্য্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব, ওয়াজ নসিহত ও আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফসহ তার লিখিত, অনুদিত ও সম্পাদিত ১৪ খানা গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফে হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ) এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের নিমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফের গাউসূল আযম (রাদিঃ)-এর মাযারসহ অসংখ্য নবী ও ওলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহ্বানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। ১৯৯৯ইং সালে কাফেলাসহ বাগদাদ শরীফ, বাইতুল মোকাদ্দাস, মদিনা শরীফ ও মক্কা শরীফ যিয়ারত করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে ১১ তলা বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৭ইং ২৪শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের বর্তমান মোতাওয়াল্লী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান আল জিলানী সাহেব (মাঃজিঃআঃ) তাঁকে লিখিত খেলাফত প্রদান করেছেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ ঃ এপ্রিল ২০০১ইং

ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ)
ও
না'ত লহরী

অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এমএম. এমএ. বিসিএস)

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল
গ্রাম ঃ আমিয়াপুর, পোষ্ট ঃ পাঠান বাজার
উপজেলা ঃ মতলব (উত্তর), জেলা ঃ চাঁদপুর।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা রমজান–১৪১৬ হিজরী।
২২শে জানুয়ারী– ১৯৯৬ ইংরেজী।

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
১লা রবিউল আউয়াল, ১৪২২ হিজরী
২৫শে মে ২০০১ইসায়ী

প্রকাশক ঃ
সুন্নী ফাউন্ডেশন
১/১২, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

স্বত্ব ঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া ঃ ৩৫ টাকা

মুদ্রণে ঃ
এইচকে প্রিন্টার্স, ১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৩২৬১৬, ৪০৭৮০৪

EID-E-MILAD0UN-NABI (D) : WRITEN BY PRINCIPAL HAFIZ MAWLANA MUHAMMAD ABDUL JALIL (M.M.M.A-BCS)

PRICE : TK : 35, US$: 2

পবিত্র মিলাদের বিশ্লেষণ

বিলাদাত অর্থ জন্ম। এই বিলাদাত শব্দ থেকে "মিলাদ" শব্দটি এসেছে। মিলাদের মিম হরফটি মাসদারের মিম। বেলাদাত ও মিলাদ একই অর্থ। সুতরাং–"মিলাদুন্নবী" অর্থ– নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্ম।

"নবী করিম (দঃ) -এর বিলাদাত মোবারককে উপলক্ষ করেই উক্ত নেয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ "ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)" অনুষ্ঠান প্রথম থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। নবী করিম (দঃ) দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়ই মদিনা শরীফে এর প্রচলন শুরু হয়েছে। ইবনে দাহ্ইয়া কর্তৃক ৬০৪ হিজরীতে তাঁর লিখিত মিলাদ গ্রন্থে "আত-তানভীর ফি মাওলিদিন নাজিরীল বাশীর (দঃ)"–তে এবং আল্লামা আবদুল হক এলাহাবাদী তাঁর লিখিত "আদ দোররোল মুনাজজাম" গ্রন্থে দু'খানা হাদীস উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদীস ঃ (দলীল)

মদিনা শরীফের জনৈক সাহাবী হযরত আমের আনসারী (রাঃ) আপন ঘরে নিজ সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নবী-করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদাত বা জন্ম বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলী শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন– আজ-ই–সেইদিন। এমন সময় আবু দারদা সাহাবীকে নিয়ে নবী করিম (দঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ "হে আমের! আল্লাহতায়ালা তোমার জন্যে রহমতের অসংখ্য দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তাঁর ফেরেস্তাগণ তোমাদের সকলের জন্য মাগফেরাত কামনা করছেন"। প্রমাণের জন্য আরবী এবারত উল্লেখ করা হলো।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىِّ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ هٰذَاالْيَوْمَ- فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتَهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلتَّنْوِيْرُ فِى مَوْلِدِ النَّذِيْرِ الْبَشِيْرِ لِاِبْنِ دِحْيَةَ ٣ , ٤ سنه)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ (দলীল)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন অনেক লোকজন নিজ গৃহে একত্রিত করে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বিলাদত বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা, নবী করিম (দঃ)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠে রত ছিলেন। এমন সময় নবী করিম (দঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন "তোমাদের সকলের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল"। নিম্নে হাদীসের আরবী এবারত উল্লেখ করা হল।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَا-
ئِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ فَيَسْتَبْشِرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ
تَعَالٰى وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذْجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ (اَلدُّرُّ-الْمُنَظَّمُ اَلْمَوْلُوْدُ
الْكَبِيْر-اَلتَّنْوِيْرُ)

তৃতীয় দলীল ঃ

হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ)-যিনি নবী করিম (দঃ)-এর দরবারের কবি ছিলেন, তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে নবী করিম (দঃ)-এর সানা সিফাত বয়ান করতেন এবং দুশমনদের সমালোচনার জবাব দিতেন। নবী করিম (দঃ) তা শুনে বলতেনঃ **'আল্লাহুম্মা আইয়্যিদহু বি রূহিল কুদ্দুছ'** অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসসানকে) সাহায্য করো রূহুল কুদ্দুছ দ্বারা (জিবরাইলের দ্বারা)"।

হযরত হাসসান (রাঃ) **কিয়াম সহকারে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বিলাদাত** এভাবে বর্ণনা করতেন ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ـ كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ-
وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَهٗ بِاِسْمِهٖ- اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ-
وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ- فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ-

অর্থ ঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সকল দোষত্রুটি মুক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি যেরূপ চেয়েছেন, সেরূপেই আপনাকে পয়দা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আপনার নামকে স্বীয় নামের সাথে সংযোজন করেছেন- যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের সময় আযানের মধ্যে- "আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ"- বলে আহবান করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানার্থে আপন নাম থেকে তাঁর নাম চয়ন করেছেন- আরশের মালিক হচ্ছেন মাহমুদ আর ইনি হচ্ছেন- "মুহাম্মদ (দঃ)"। (মাঝখানে শুধু একটি ওয়াও হরফের ব্যবধান মাত্র)।

এভাবে হযরত হাসসান (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর জন্মের বিবরণ এবং অন্যান্য গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন কিয়ামের মধ্যে। **সুতরাং কিয়ামের মাধ্যমে মিলাদ পাঠ করার প্রমাণ স্বয়ং নবী করিম (দঃ)-এর উপস্থিতিতেই পাওয়া যায়।** আমরাও তাই করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সত্যের উপলব্ধি দান করুন। আমিন।

৪র্থ দলীল ঃ

নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে জনৈক সাহাবী আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ; আপনি সোমবার দিন নফল রোজা রাখেন কেন? প্রতি উত্তরে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন "আমি এজন্য রোজা রাখি যে, এই দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমার উপর প্রথম অহী নাজিল হয়েছে।" (মুসলীম শরীফ)।

বৎসরে ৫২টি সোমবার হয়। এই ৫২ দিন রোজা রাখা মোস্তাহাব। কারণ হলো নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম দিনের সম্মান করা। সুতরাং সারা বৎসরই জন্ম দিবস পালন করা মোস্তাহাব। মুসলিম শরীফের হাদীস নিম্নরূপ ঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ
وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ-

অর্থ ঃ সোমবার দিন হুযুর (দঃ)-এর নফল রোজা রাখার কারণ সম্পর্কে নবী করিম (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তদুত্তরে তিনি এরশাদ করলেন ঃ এইদিনেই আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এদিনেই আমার উপর প্রথম অহী নাজিল হয়েছে। (ঐ অহী ছিল স্বপ্নের মাধ্যমে)।

৫ম দলীল ঃ

মিলাদুন্নবী উদযাপন করা, অনুষ্ঠান করা, আল্লাহর পথে খরচ করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, এ অনুষ্ঠানের তাজিম করা এবং এর ফজিলত ও পুরস্কার সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণিত হাদীস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) "আন নেমাতুল কোবরা আলাল আলম ফি-মাওলিদি সাইয়েদে ওলদে আদম" নামক আরবী গ্রন্থে চার খলিফার বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭৮৫ হিজরীতে জীবিত ছিলেন। আল্লামা ইউসুফ নাবহানী এবং আল্লামা শরীফ সাইয়েদ আহমদ ইবনে আবদুল গণি ইবনে ওমর আবেদীন (দামেস্ক) তাঁর গ্রন্থের শরাহ লিখেছেন। পাঠক সমাজের খেদমতে উক্ত গ্রন্থের এবারত হুবহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

فَصْلٌ- فِيْ بَيَانِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ- مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِيْ فِى الْجَنَّةِ- وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ- مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ- وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ- مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ- وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ- مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ه (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ فِيْ مَوْلِدِ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ- لِلْعَلَّامَةِ شِهَابُ الدِّيْنِ اِبْنِ حَجَرْ هَيْتَمِىْ اَلْمُتَوَفّٰى ٧٨٥ سنة) .

অর্থ ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীতে (দঃ) এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ খরচ করবে, সে বেহেস্তে আমার সাথী হবে"। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর তাজীম করবে, সে ব্যক্তি ইসলামকে জীবিত রাখবে।" হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নবী করিম (দঃ)-এর মিলাদুন্নবীতে এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ খরচ করলো, সে যেন বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর সম্মান দিবে এবং মিলাদ পাঠের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ঈমান নিয়ে বিদায় গ্রহণ করবে এবং বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"– আন নে'মাতুল কোবরা আলাল আলম ফি মাউলিদি সাইয়েদে ওলদে আদম পৃঃ ৭-৮)।

সিদ্ধান্ত ঃ

চার খলিফার উক্ত উক্তি দ্বারা একথাও প্রমাণিত হলো যে, তাঁরা নিজেরাও নিজেদের যুগে নিজস্ব পদ্ধতিতে মিলাদুন্নবী পালন করতেন। তা না হলে অন্যকে উপদেশ দিতেন না। একথাও প্রমাণিত হলো– তাঁরা মিলাদুন্নবীই পালন করতেন–সিরাতুন্নবী নয়।

উপরোক্ত ৫টি হাদীস ও রেওয়ায়াত মোতাবেক পরবর্তী সলফে সালেহীন ও বুজুর্গানে দ্বীন মিলাদ ও কিয়াম পালন করে আসছেন। 'মিলাদ'–এর উপর প্রায় তিনশত কিতাব রচিত হয়েছে। প্রথমে আরব, ইরাক, দামেস্ক, মিশর, হলব প্রভৃতি দেশে মিলাদ ও কিয়াম প্রচলিত হয়ে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দেশসহ বাংলাদেশেও মিলাদ শরীফের প্রচলন হয়েছে। পদ্ধতির সামান্য হেরফের হতে পারে। কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। **সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে ঈদে মিলাদুন্নবীর বয়স চৌদ্দশত বছর। তামাদ্দুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই মিলাদ শরীফ মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। এতে মুসলমানদের ইজমা হয়ে গেছে। এর বিকল্প অন্য কোন অনুষ্ঠান হতে পারে না। এবং মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানকে বর্জন করাও জায়েয নয়।**

বিগত কয়েক বছর ধরে এক শ্রেণীর লোক "মিলাদুন্নবী" প্রথাকে বিলুপ্ত করার মানসে "সিরাতুন্নবী" মাহফিল অনুষ্ঠান চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। একটি প্রচলিত সুন্নাতকে ধ্বংস করা এবং অন্য একটি নুতন বিদআত চালু করা বৈধ নয়। জন্ম উপলক্ষে আনন্দ উৎসবকে জন্মোৎসব বলা হয়। আরবীতে নবী করিম (দঃ)-এর জন্মোৎসবকে "ঈদে-মিলাদুন্নবী" বলা হয়। 'সিরাতুন্নবী মাহফিল' অর্থ হলো– নবী করিম (দঃ)-এর চরিত্র মাহফিল। জন্মের উৎসব হয়, কিন্তু চরিত্রের কোন

উৎসব হয় না। জন্মোৎসব বাদ দিয়ে চরিত্র উৎসব হতে পারে না। "চরিত্র আলোচনা" বা সিরাতুন্নবী কিতাবের নাম হতে পারে। কিন্তু সিরাতুন্নবী নামে কোন অনুষ্ঠান হতে পারে না। সিরাতুন্নবী নামে কোন অনুষ্ঠান পূর্বে কখনও ছিল না এবং এর প্রমাণও নেই। ওহাবীরা মিলাদুন্নবী মানেনা বিধায় সিরাতুন্নবী মাহফিল করে মানুষকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের সিরাতুন্নবীর মাহফিলে শুধু চরিত্র আলোচনা হয়। মিলাদ কিয়াম তারা করে না। সুযোগ পেলে সিরাতুন্নবীও করবেনা। এটা তাদের সাময়িক কৌশলমাত্র।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও সিরাতুন্নবী-এর মধ্যে একটি পার্থক্য হলো এই যে- মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে- হায়াতুন্নবী-এর ধারণা ফুটে ওঠে- কিন্তু সিরাতুন্নবী অনুষ্ঠানে-হায়াতুন্নবী-এর কোন ধারণা ফুটে ওঠে না। বরং এর বিপরীত ধারণাই সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জীবিত ব্যক্তির জন্য হয় মিলাদ বা জন্ম অনুষ্ঠান এবং মৃত ব্যক্তির জন্য হয়-সিরাত বা চরিত্র অনুষ্ঠান। যেহেতু ইসলামী আকিদা (বিশ্বাস) মোতাবেক শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) হচ্ছেন হায়াতুন্নবী (জীবিত নবী)। তাই তাঁর উদ্দেশ্যে যদি কোন উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, তবে অবশ্যই সেই অনুষ্ঠানের নাম হতে হবে-'মিলাদুন্নবী'। সিরাতুন্নবী নামে কোন অনুষ্ঠান হতে পারে না- খারিজী ওহাবীরা যেহেতু শেষ নবী (দঃ) কে হায়াতুন্নবী (জীবিত নবী) মানে না। সেহেতু তারা সিরতুন্নবী (নবীর চরিত্র)-এর অনুষ্ঠান করে থাকে। তারা বলে- নবী (দঃ) মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। কিন্তু ইসলামী আকিদা (বিশ্বাস) হচ্ছে-নবী (দঃ) তাঁর রওযাপাকে স্বশরীরে জীবিত আছেন।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, একই দিনে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম ও বেছাল হয়েছে। অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন। আবার ৬৩ বছর পর একই তারিখে আল্লাহর সান্নিধ্যে তাশরীফ নিয়েছেন। সুতরাং একই দিনে জন্ম ও বেছাল উভয় দিবস পালন করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু শুধু ঈদে মিলাদুন্নবী বা জন্মোৎসব পালন করা হয়, ইনতিকাল দিবস পালন করা হয়না কেন? উত্তর হলোঃ হাদীসে শুধু জন্মোৎসব পালনেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন পূর্বে উল্লেখিত ৫ খানা হাদীস ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইনতিকাল দিবস পালন করার কোন ইঙ্গিত নেই। তদুপরি- উৎসব হয় জন্মের। মৃত্যুর কোন উৎসব হয় না। শোক দিবস পালন করা হয় মৃত ব্যক্তির। জীবিত ব্যক্তির জন্য কোন শোক দিবস পালন করা হয় না। ইসলামী আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী শেষ নবী (দঃ) হচ্ছেন হায়াতুন্নবী (জীবিত নবী)। তাই শেষ নবী (দঃ)-এর জন্ম উৎসব বা ঈদে-মিলাদুন্নবীই পালন করা হয়ে থাকে। নবীজী তো মৃত নন-সুতরাং মৃত্যু দিবস পালন করাও জায়েয নয়।

নবী করিম (দঃ) হায়াতুন্নবী। আমার লিখিত গ্রন্থ 'নূর-নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাফন অধ্যায়ে-ইমাম বায়হাকীর বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা-ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী (৬২৭ হিজরী) প্রমাণ করেছেন যে, "ইনতিকালের দ্বিতীয় দিনগত মধ্যরাতে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ) এর রুহ্ মোবারক রওজা মোবারকে ফেরত দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত নবী করিম (দঃ) স্বশরীরে রওজা মোবারকে জীবিত আছেন ও থাকবেন"। নবী করিম (দঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করা মাটির জন্য আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন বলে সহী হাদীসে প্রমাণিত। সুতরাং শোক দিবস পালন করবো কার জন্য? হায়াতুন্নবীর জন্য? লা-হাওলা....। নব প্রসুত শিশুর জন্মোৎসব পালন করা হয় আকিকার মাধ্যমে। সুতরাং উৎসব হয় জন্মের- মৃত্যুর কোন উৎসব হয় না। মিলাদুন্নবীর প্রমাণ ও ফাজায়েল সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা জরুরী। কিয়ামের দলীল প্রমাণ আমার লিখিত 'মিলাদ ও কিয়ামের বিধান'-এ পড়ুন।

০১। আন্ নে' মাতুল কোবরা (আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) ৭৮৫ হিজরী।

০২। আত্তানভীর (আরবী)-ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রহঃ)। (৬০৪ হিজরী)।

০৩। আদ্ দোররোল মুনাজ্জাম (আরবী)-আল্লামা আবদুল হক এলাহাবাদী (রহঃ) (৯১১ হিজরী)।

০৪। মাদখাল আলা আমালিল মাওলাদ (আরবী)-আল্লামা ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনুল হাজ্ব।

০৫। শরহুন নে' মাতুল কোবরা (আরবী)-আল্লামা শেখ মোহাম্মদ দাউদী(রহঃ)।

০৬। নশরুদ দোরার আলা মাওলিদি ইবনে হাজর (আরবী)-আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আবেদীন, দামেস্কী।

০৭। জাওয়াহিরুল বিহার আলা মাওলিদি ইবনে হাজার (আরবী)-আল্লামা ইউসুফ নাবহানী।

০৮। মিরআতুজ্জামান (আরবী)- ছিবতু ইবনিল জাওযী।

০৯। রুহুস সিয়ার (আরবী)- আল্লামা ইবরাহীম হলবী হানাফী। (সীরাতে হালাবী)

১০। আল বাওয়ায়েছ আলা ইন্কারিল বিদ্য়ী ওয়াল হাওয়াদিস (আরবী)-ইমাম নববী।

১১। মৌলুদে বরজিঞ্জি (আরবী-বিশ্বব্যাপী প্রচলিত)- ইমাম বরজিঞ্জি (রহঃ)।

১২। আফতাবে আনওয়ারে সাদাকাত (উর্দ্দু) কৃত আল্লামা কাজী ফজলে আহমেদ লুধিয়ানভী।

১৩। আত্ তোহ্ফাতুস সুফিয়া কি মীলাদে খাইরিল বারিয়্যাহ (উর্দ্)-সুফী আবদুল গনি, চট্টগ্রাম।

১৪। মৌলুদে দিল পেজির (উর্দ্)

১৫। মৌলুদে দিল পছন্দ (উর্দ্দু)।

১৬। মৌলুদে মোহাম্মদী হাকিকতে আহমদী (বাংলা)-মাওঃ বাশারত আলী-খলিফা ফুরফুরা।

১৭। ঈদে মিলাদুন্নবী বা মীলাদে খাইরিল বারিয়্যাহ (বাংলা)-আল্লামা পীর সাহেব-সন্তুগঞ্জী।

১৮। মিলাদে মোস্তফা (বাংলা)-কবি গোলাম মোস্তফা।

১৯। আরফুত তা'রীফ বিল্ মাওলিদিশ্ শরীফ (আরবী)-হাফেজ সামছুদ্দিন ইবনুল জাওযী।

২০। আওদাতুস্ সাজী ফি মাওলিদিল হাদী (আরবী)-হাফেজ নাসিরুদ্দীন দামেস্কী।

যে সমস্ত সুন্নী দরবার ও জগৎ বিখ্যাত আলেম ও ফিকাহ্‌বিদগণ-মিলাদ, কিয়াম জায়েজ ও মোস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের কিছুসংখ্যক নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

০১। ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী

০২। ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকী

০৩। আল্লামা ইবনে দাহ্ইয়া (৬০৪ হিঃ)

০৪। ইমাম নভবী

০৫। ইছমাইল হাক্কী (রুহুল বয়ান তাফছীর এর লেখক)।

০৬। জালাল উদ্দীন সিয়ুতী (তাফছীর-ই-জালালাইন-এর লেখক)

০৭। ইবনে হাজার হাযতামী

০৮। আল্লামা ইবনে কাছীর (তাফছীর-ই-ইবনে কাছীর-এর লেখক)

০৯। শাহ্ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)

১০। শাহ্ আব্দুর রহিম দেহলভী (রহঃ)

১১। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলভী

১২। শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)

১৩। আল্লামা ইউছুফ নাবহানী (রহঃ)

১৪। মাওলানা কাজী ফজলে আহ্মদ লুধিয়ানভী (রহঃ)

১৫। ইমাম আহমদ রেজা খান বেরেলবী (ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) (রহঃ)

১৬। সদরুল আফাজিল নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (রহঃ)

১৭। আল্লামা হাশমত আলী (রহঃ)

১৮। আল্লামা সাইয়্যিদ আহমেদ কাজিমী (রহঃ)

১৯। আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

২০। আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী (রহঃ)

২১। আল্লামা সরদার আহমদ লায়াল পুরী (রহঃ)

২২। আল্লামা আবদুছ ছামী রামপুরী (রহঃ)

২৩। আল্লামা শেরে বাংলা আজিজুল হক আলকাদেরী, চট্টগ্রামী (রহঃ)

২৪। আল্লামা আবেদ শাহ মুজাদ্দেদী (রহঃ)

২৫। ছিরিকোটী দরবার, শাহ্পুর দরবার, পেশোয়ারী দরবার ও অন্যান্য সুন্নী দরবার সমূহ।

মিলাদ ও কিয়ামের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ঃ

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ- وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ شَانِ حَبِيْبِهٖ وَمَحْبُوْبِهٖ وَمَعْشُوْقِهٖ مُخْبِرًاوَّاٰمِرًا- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

বাংলা উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। লাকাদ জা-আকুম রাছুলুম মিন্ আনফুছিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিত্তুম হারিছুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহিম। ওয়া ক্বালাল্লাহু তায়ালা ফি শানি হাবীবিহী ওয়া মাহ্‌বুবিহী ওয়া মাশুকিহী মুখবিরাও ওয়া আমিরা। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্ নাবিয়্যি-ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা।

বাংলা দরূদ শরীফ ঃ (সকলে মিলে)

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। প্রেমাগুণে জ্বলে মরি, ওহে খোদা রাব্বানা–
আমি যার প্রেমের পাগল, সে তো সোনার মদিনা।। ঐ

০২। ওগো খোদা দয়া কর, নছিব কর মদিনা–
নবীজীকে না দেখাইয়া, কবরেতে নিওনা।। ঐ

০৩। কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনার এতিম উম্মত কান্দে, নবী নবী বলিয়া।। ঐ

০৪। কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনি বিনে কি লাভ হবে, এই ধরাতে বাঁচিয়া।। ঐ

০৫। মদিনা মদিনা বলে, কান্দি আমি জারে জার–
দেখা দেন গো দয়াল নবী, ডাকি আপনায় বারেবার।। ঐ

০৬। মদিনা মদিনা বলে, কান্দে মন পাপিয়া–
মদিনা নামের তছবিহ, ফিরি গলে লইয়া।। ঐ

০৭। আমরা সবাই অধম পাপী, আপনাকে তো চিনলাম না–
সেই কারণে রোজ হাশরে, আমাদেরকে ভুইলেন না।। ঐ

০৮। কঠিন হাশরের দিনে, কেউ তো কারো হবেনা–
উম্মতি উম্মতি বলে, কাঁদবেন নবী দিওয়ানা।। ঐ

০৯। নবীর জন্য যার প্রাণ এই দুনিয়ায় কান্দে না–
রোজ হাশরে সেই পাপীরা, নবীর দেখা পাইবে না।। ঐ

১০। আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা–
রোজ হাশরে তরাইবেন, দয়াল নবী মোস্তফা।। ঐ

১১। মদিনাতে শুয়ে আপনি, মোদের সালাম শুনতে পান–
কেমনে যাব মদিনাতে, সে পথ আমায় বলে দেন।। ঐ

১২। এশকের দরিয়ায় ডুব দেওরে মন, দেখবে নবীজীর দীদার–
খুলে যাবে চোখের পর্দা, দূর হবে মনের আঁধার।। ঐ

১৩। শুন্ বলিরে মন রে আমার, আর দিওনা যন্ত্রণা–
ধনে যদি হইতাম ধনী, যাইতাম সোনার মদিনা।। ঐ

১৪। যার লাগিয়া কাঁন্দরে মন, সে তো সোনার মদিনা–
স্বপ্ন যোগে দেখতে পাবে, হলে তাঁহার দিওয়ানা।। ঐ

১৫। দেহকে কাবা বানাইয়া, দিলকে বানাও মদিনা–
দিলের আয়নায় দিবেন দেখা, নূর নবী মোস্তফা।। ঐ

অথবা

২য় দরূদ ঃ (জিকিরের আওয়াজে অথবা পূর্বসূরে)

আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছাইয়্যিদিনা মোহাম্মদ–
নাবিয়্যিনা শাফিয়্যিনা মাওলানা মোহাম্মদ।। ২ বার

০১। আদম যখন মাটি পানি, মোর নবী খোদার রাসুল–
যাঁর উপরে পড়েন দরূদ আল্লাহ ও ফেরেস্তাকুল।। ঐ

০২। স্বয়ং খোদা আশেক হয়ে, দোস্তি করলেন যার সাথে–
নামে দিলেন নাম মিশাইয়া, দেখনা চেয়ে কলমাতে।। ঐ

০৩। কুফরীর অন্ধকারে, যখন ছিল এই ধরা–
কোরান নিয়ে আসলেন ভবে, নূর নবী মোস্তফা।। ঐ

০৪। আদম হাওয়া যত নবী, ফকির দরবেশ সব ইতি–
সবাই গাহেন তব গীতি, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ।। ঐ

০৫। আকাশের ফেরেস্তারা, কাতারে কাতারে খাড়া–
রওজা পাকে পড়েন তারা, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ।। ঐ

০৬। হাদীসেতে আছে লেখা, সত্তর হাজার ফেরেস্তারা–
রওজায় বিছায় নূরের পাখা, মিশকাত খুলে দেখনা।। ঐ

০৭। কোরানেতে বলেন খোদা, শুন যত মুমিন জনা–
আমি পড়ি তোমরা পড়, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ।। ঐ

০৮। এই নামের মহিমা বড়, এই নামকে উছিলা ধর-
এই নাম জপনা কর, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ।। ঐ

০৯। এই নামের দুশমন যারা, মহা পাপী বেদ্বীন তারা-
এই নাম শুনে দেয়না সাড়া, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ।। ঐ

১০। পশু পাখী সবাই বলে, আজকে মোদের খুশির দিন-
এই দিনেতে আসলেন ভবে, রাহমাতুল্লিল আলামীন।। ঐ

১১। পশু পাখী সবাই চিনে, মানুষ হয়ে চিন্‌লাম না-
ঈদ মিলাদে কঠিন দিলে, খুশী কেন আসেনা।। ঐ

১২। ধন্য গো আমিনা বিবি, ধন্য আপনার জিন্দেগী-
আপনার তরে পাইলাম মোরা, রাহমাতুল্লিল আলামীন।। ঐ

১৩। খোদার নূরে পয়দা তিনি, তাঁর নূরেতে আসমান জমীন-
নূরের নবী ছিলেন তিনি, ছায়া যাঁহার ছিলনা।। ঐ

১৪। আদমের ললাটেতে, সেই নূরের ঝলকেতে-
ফেরেস্তারা সেজদা করে, হাদীস খুলে দেখনা।। ঐ

১৫। আবদুল্লাহর পেশানীতে, মা আমিনার শেকেমেতে-
সেইনূর আসলেন এই ধরাতে, হলো জগত উজালা।। ঐ

১৬। জন্ম হয়ে শিশুনবী, না দেখিলেন বাপের মুখ-
ছয় বৎসরের কালে নবী, হারাইলেন মায়ের বুক।। ঐ

১৭। সারা জীবন কাদছেন নবী পাপী উম্মতের মায়ায়-
এখনো কাঁদিতে আছেন, ঐ না সোনার মদিনায়।। ঐ

১৮। আল্লাহ আল্লাহ, জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা-
রোজ হাশরে তরাইবেন, দয়াল নবী মোস্তফা।। ঐ

তারপর নুরী পাঠ ঃ (দোলনার গজল)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু-লাইলাহা ইল্লাহু (২বার)

০১। আপনার নূরে পয়দা হলো তামাম সংসার-
কে আছে আর আপনার মত এ বিশ্ব মাঝার-নবীজী।। ঐ

০২। মেরাজেতে গেলেন আপনি, বোরাকে সাওয়ার-
বিনা পর্দায় লা মকানে মাবুদের দীদার-নবীজী।। ঐ

০৩। কাউছারের মালিক আপনি, নবীদের ছরদার-
রোজ হাশরে পিলাইবেন হাউজে কাউছার-নজীবী।। ঐ

০৪। আপ্‌নাকে দেখিলে নবীগো, দোজখ হয় হারাম-
দয়া করে দিবেন দেখা, স্বপনে আমার-নবীজী।। ঐ

০৫। মউতের তুফান চলবে যখন, নবীগো আমার-
দুই নয়নে দেখি যেন চেহ্‌রায়ে আন্‌ওয়ার-নবীজী।। ঐ

০৬। গুনাহ্‌গারের গুনাহ্ ঝরে নবী, দরূদে আপনার-
দয়া করে কবুল করেন, দরূদ আমার-নবীজী।। ঐ

০৭। গুনাহ্‌গারের মুক্তিদাতা, হাবীব আল্লাহর-
তাঁর উপরে পড়ুন দরূদ, হাজার হাজার-নজীবী।। ঐ

০৮। মা আমিনার নয়ন মনি আসলেন এই ধরায়-
আসুন সবে দাঁড়াইয়া ছালাম জানাই-নবীজী।। ঐ
(সবাই উঠে দাঁড়িয়ে কিয়াম-এর কাসিদা পাঠ করতে হবে)

কিয়ামের কাসিদা (বাংলা)

ইয়ানাবী সালাম আলাইকা-ইয়া রাসুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা-সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

০১। আপনি যে নূরের রবি-নিখিলের ধ্যানের ছবি।
আপনি না এলে দুনিয়ায়-আঁধারে ডুবিত সবি!! -ইয়ানাবী....

০২। আপনারি নূরের আলোকে জাগরণ এল ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল-হাসিল কুসুম পুলকে!! -ইয়ানাবী....

০৩। চাঁদ সুরুয আকাশে ভাসে-সে আলোয় হৃদয় না হাসে।
এলে তাই হে নব রবি-মানবের হৃদয় আকাশে!! -ইয়ানাবী....

০৪। নবী না হয়ে দুনিয়ার-না হয়ে ফেরেস্তা খোদার!
হয়েছি উম্মত আপনার-তার তরে শোকর হাজার বার!! -ইয়ানাবী....

০৫। হে রাসুল ছালাম লাখো বার-মোরা যে উম্মৎ গুনাহ্‌গার!
কে আছে মোদের তরাইবার-হাশরে ভরসা আপনার!! -ইয়ানাবী....

০৬। হে রাসুল মদিনা হইতে-সব কিছু পারেন দেখিতে!
মোদের লাশ কবরে রাখিলে-লইবেন আপন কোলে!! -ইয়ানাবী....

০৭। দোজখে পাপীরে দিলে-আপনার দীদার পেলে!
তখন কি দোজখ রবে-দোজখ যে জান্নাত হবে!! -ইয়ানাবী....

০৮। আপনার দীদার বিনে-বাঁচেনা আশেক বাঁচেনা!
কেন যে আপনায় দেখিনা-এই বেদন প্রাণে সহেনা!! -ইয়ানাবী....

০৯। হাশরে বিপদের দিনে-শাফায়াত চাহিবেন সবে!
আপনারি শাফায়াত বিনে-নাজাত নাহি সেদিনে!! -ইয়ানাবী....

১০। আপনি যে খোদারি মকবুল-কেহ নাই আপনার সমতুল!
আপনি যে খোদার জাতীনূর-আপনারি নূরে সকল নূর!! -ইয়ানাবী....

১১। যা কিছু আছে গোপনে-দেখতে পান আপন নয়নে!
আপনি যে হাজির ও নাজির-সৃষ্টিকুল আপনার নজরে!! -ইয়ানাবী....

১২। কাউছার বানাইলেন খোদায়-মালিক করিলেন আপনায়!
সুরায়ে কাউছারে প্রমাণ-ইহা যে আপনার মহান শান!! -ইয়ানাবী....

১৩। খায়বরের ছাহ্বা মাকামে-শুইলেন আলীর কোলে!
ডুবন্ত সূর্য উদয় হয়-আপনারি আঙ্গুল ইশারায়!! -ইয়ানাবী....

১৪। আরবের মক্কা শহরে-ছাফার পর্বত কিনারে!
আপনারি আঙ্গুল ইশারায়-চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যায়!! -ইয়ানাবী....

১৫। হে নবী! আপনি সৃষ্টির মূল-সব কিছু আপনার নূরের ফুল!
চাঁদ-সুরুয আপনার তাবেদার-বানাইলেন আল্লাহ পরোয়ার!! -ইয়ানাবী

১৬। এমন চোখ দিলেন আল্লাহয়-দৃষ্টি যাঁর আরশ মোয়াল্লায়!
খোদ খোদা গায়েব নাহি রয়-আর কিছু কেমনে গায়েব রয়!! -ইয়ানাবী.

অথবা

কিয়ামের কাসিদা-২

ইয়ানাবী সালাম আলাইকা-ইয়া রাসুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা-সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

০১। হে নবী আপনি হাজির নাজির ও ছালাম লন অধম পাপীর-
পাপী যে কান্দে দিন ও রাত, শুধু যে আপনায় দেখিতে।। -ইয়ানাবী....

০২। সাধ্য নাই যেতে মদীনা, দিন-রাত এই তো ভাবনা-
দেখা দেন নবী স্বপনে, এই আরজ আপনার চরণে।। -ইয়ানাবী....

০৩। হে নবী আপনি মদীনা হইতে, সব কিছুই পারেন দেখিতে-
মোদের লাশ কবরে রাখিলে, লইবেন আপন কোলে।। -ইয়ানাবী....

০৪। জিব্রাঈল ডাকেন বারে বার, খুলে দাও আসমানের দুয়ার-
এসেছেন নবীদের সর্দার, করিতে মাওলার দীদার।। -ইয়ানাবী....

০৫। ওহুদের ময়দানে নবী, দান্দান শহীদ করি-
ভাসাইলেন ইসলামের তরী, সেই তরী নিবে পার করি।। -ইয়ানাবী....

০৬। হে রাসুল সালাম লাখো বার, মোরা যে উম্মত গুনাহগার-
কে আছে মোদের তরাইবার, হাশরে ভরসা আপনার।। -ইয়ানাবী....

০৭। উছিলা আপনাকে নিয়া, কাঁদিলেন আদম ও হাওয়া-
হইল আল্লার দয়া, কবুল করিলেন দোয়া।। -ইয়ানাবী....

ক্বাসিদার পর-লাখো ছালাম

মোস্তফা জানে রহমত পে-লাখো ছালাম!
শময়ে বজ্মে হেদায়াত পে-লাখো ছালাম!!

০১। মেহরে চরখে নবুয়্যত পে রৌশন দরূদ!
গুলে বাগে রিছালাত পে লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০২। জিছ্ ছোহানী ঘড়ি চম্‌কা তায়বা কা চাঁদ!
উছ্ দিল্ আফরোজে চা'আত পে লখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০৩। জিন্‌কি সেজদে কো মেহ্‌রাবে কাবা ঝুকি!
উন্ ভউ কি লাতাফাত পে লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০৪। খালেক নে আপনে নূর ছে মাহবুব কা নূর বানায়া!
উছি নূরে মোহাম্মদী পে লাখো ছালা!! -মোস্তফা....

০৫। আরশ ছে জেয়াদা রোত্‌বা-রওজা রাছুলুল্লাহ্ কা!
উছি রওজায়ে আন্‌ওয়ার পে লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০৬। শবে আছ্‌রা কে দুলা পে দায়েম দরূদ!
নওশায়ে বজ্মে জান্নাত পে লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০৭। কিছুকো দেখা ইয়ে মুছাছে পূঁছে কুই!
আখোঁ ওয়ালো কি হিম্মত পে লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০৮। দূর ও নজদিক কি ছুননেওয়ালে ওয়ে কান!
কানে লালে কারামত পে লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

০৯। নূরকে চশ্‌মে লেহ্‌রায়ে দরিয়া বহে!
অংলীউঁকি কারামত পে-লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

১০। হাত জিছ্ তরফ উঠা গনী কর দিয়া!
মৌজে বাহ্‌রে ছাখাওয়াত পে-লাখো ছালাম!! -মোস্তফা....

১১। খায়ী হায় কোরআন নে-খাকে গুজার কি কছম!
উছ্ কাফে পা কি হুরমত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১২। উন্‌কে মাওলা কে উন্‌পর কড়োরো দরূদ!
উন্‌কে আছ্‌হাব ও ইত্‌রাত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৩। ছাইয়িদা ফাতেমা জওজায়ে মুর্তজা!
ইয়ানে খাতুনে জান্নাত পে লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৪। শহীদে কারবালা হুছাইনে মুজতবা!
বে-কাছে দশ্‌তে গোর্‌বত্ পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৫। গাউছে আজম ইমামুত তুক্কা ওয়ান নুক্কা!
জাল্‌ওয়ায়ে শানে কুদ্‌রত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৬। জিন্‌কি মিম্বার হুয়ী গর্দানে আওলিয়া!
উছ্ কদম কি কারামত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৭। আজ্‌মেরী ছান্‌জারী খাজা গরীব নাওয়াজ!
উছ্ মুঈনুদ্দিন ও মিল্লাত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৮। নক্‌শায়ে নক্‌শ্ বন্দ খাজা বাহাউদ্দিন!
আওর মুজাদ্দেদ আল্‌ফে ছানি পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

১৯। কামেলানে তরিকত পে-কামেল দরূদ!
আলেমানে শরীয়ত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

২০। ছাইয়িদী হযরতে কেব্‌লা আহমদ রেজা!
ইমামে আহ্‌লে ছুন্নাত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

২১। ডাল্ দি কুল্‌ব মে আজ্‌মতে মোস্তফা!
হেক্‌মতে আ'লা হযরত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

২২। বে হিছাব, কিতাব আওর আজাব ও ইতাব!
তা আবাদ্ আহ্‌লে ছুন্নাত পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

২৩। হামারে ওস্তাদ ও মা-বাপ আওর ভাই ও বহিন!
আহ্‌লে ওলদ্ ও আশিরাত্ পে-লাখো ছালাম!! –মোস্তফা....

তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই 'আছ ছালাম' পড়তে হবে।

আছ্-ছালাম ঃ

০১। আছ ছালাম আয়-ছব্‌জে গোম্বদ কে মকীন (দঃ)!
আছ্ ছালাম আয়-রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন!!

০২। আছ্ ছালাম আয়-মীম-হা ও মীম-দাল!
আছ্ ছালাম আয় বেনজীর ও বে মেছাল!!

০৩। আছ্ ছালাম আয়-দস্তগীরে বে কাছাঁ!
আছ্ ছালাম আয়-চারায়ে দর্‌দে নেহা!!

০৪। তু ছখী তেরা ছখী-দরবার হায়!
গর করম কি জিও তু-বেড়া পার হায়!!

০৫। দস্ত বস্‌তা হ্যায় খাড়ে-হাজের গোলাম!
পেশ কর্‌তে হেঁ-গোলামানা ছালাম!!

০৬। ইয়া ইলাহি ছদ্‌কায়ে-আলে রাছুল!
ইয়ে ছালামী আশেকানা হো কবুল!!

০৭। আয় খোদা কে লাড্‌লে-পেয়ারে রাছুল!
ইয়ে ছালামী আজেজানা-হো কবুল
ইয়ে মিলাদ আশেকানা হো কবুল!

মদিনে কে চাঁদ!–হাজারো ছালাম!
মদিনে কে চাঁদ! লাখো ছালাম!
মদিনে কে চাঁদ! ক্রোড় ছালাম!
মদিনে কে চাঁদ! বেহদ ছালাম!

এরপর বসে বসে পড়বে

বালাগাল উলা বিকামালিহী–কাশাফাদ দুজা বিজামালিহী।
হাছুনাত জামিউ খিছালিহী–ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী!!

এর পর একবার সুরা ফাতিহা ও তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করে দোয়া মুনাজাত করতে হবে।

(বিঃ দ্রঃ) ঃ মিলাদ শরীফে কিয়াম অবস্থায় বাংলা/উর্দু/আরবী কাসিদা পাঠ করার পর লাখো ছালাম এবং আছ ছালাম পাঠ করে কেয়াম সমাপ্ত করবে। "লাখো ছালাম"–ইমামে আহলে সুন্নাত আহ্‌মদ রেজা খান বেরলবী (রহঃ)-এর লিখিত ক্বাসিদা। হুজুর (দঃ)-এর শানে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বাসিদা।

মুনাজাত

হে আল্লাহ! হে রহমান, হে রহীম। আমরা এতক্ষণ তোমার হাবীবের শানে মিলাদ ও কিয়াম করেছি। সালাত ও সালাম পাঠ করেছি। আয়োজনকারী ও উপস্থিত সকলের পক্ষ হতে তুমি মেহেরবাণী করে এই পবিত্র মিলাদ মাহফিলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের ভিখারী। তুমি দাতা। ভিখারী ঘরের দরজায় এসে প্রথমে মালিকের প্রিয় সন্তানাদির জন্য দোয়া করে পরে ভিক্ষা চায়। পিতা মাতার মনে ভিখারীর প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। তারা ভিখারীকে খালী হাতে বিদায় দিতে পারেনা। তেমনিভাবে তোমার শাহী দরবারে রহমতের ভিক্ষা চাওয়ার পূর্বে আমরা তোমার প্রিয় হাবীবের গুণগান করেছি। দরূদ ও সালাম আরজ করেছি। তুমি ওয়াদা করেছো-তোমার হাবীবকে একবার সালাত ও সালাম জানালে তুমি তার উপর দশবার রহমত নাজিল কর। হে মাওলা! আমরা তো তোমার দরবারে রহমতের ভিখারী। আমরা তোমার হাবীবের উছিলায় তোমার রহমত চাই। তুমি আমাদেরকে রহমত থেকে বঞ্চিত করোনা-মাওলা!

হে আল্লাহ! আজকের মিলাদ শরীফের সওয়াব ও হাদিয়া সর্বপ্রথম তোমার প্রিয় হাবীবের (দঃ) খেদমতে পৌঁছিয়ে দাও। তাঁর আহলে বাইত, আজওয়াজে মোতাহ্হারাত, সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও শহীদানে কারবালার রুহে পাকে মিলাদ শরীফের হাদিয়া পৌঁছিয়ে দাও। চার মজহাবের চার ইমাম, চার তরিকার চার ইমাম এবং তামাম বুজুর্গানে দ্বীন ও সলফে সালেহীনের রূহে পাকে এর সওয়াব বখ্শীষ করে দাও। আমাদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ, পীর মুর্শেদ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মুরুব্বী, শ্বশুর-শ্বাশুরী ও আত্মীয় স্বজনদের রুহে পাকে এই মিলাদ শরীফের সওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। খাছ করে এই মাহফিলের আয়োজনকারীদের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের রুহে পাকে এর সওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবাণী করে আমাদের গুণাহ খাতা মাফ করে নেক কাজ করার তৌফিক দাও। রুজী রোজগারে বরকত দাও। বালা মুসিবত দূর করে দাও। খাতেমা বিল খায়ের নসিব কর। মউতের দিনে তোমার হাবীবের দীদার আমাদের সকলকে নসিব করিও। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহি ওয়া নূরে জাতিহী সাইয়িদিনা মোহাম্মাদিও ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন। আমীন। বিহক্কে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উর্দ্দূ/আরবী মিলাদ শরীফ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَااَحَدٍمِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ
اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ
يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

দরূদ ঃ বসে বসে (চট্টগ্রাম পদ্ধতি)

ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ্ আলাইকুম-
ছালামুন ইয়া হাবীবাল্লাহ্ আলাইকুম

০১। দো-আলম কেউ নাহো কোরবাঁ উছি পর-
খোদা ভী হায় রেজা জুয়ে মোহাম্মদ।। -ছালাতুন ইয়া....

০২। ফলক্ হায় জেরে ফর্মানে মোহাম্মদ-
বড়ি হায় আর্শ্ ছে শানে মোহাম্মদ।। -ছালাতুন ইয়া....

০৩। বয়ান উন্কা বয়ানে কিব্রিয়া হায়-
কালামে হক্ব ইয়ে ফর্মানে মোহাম্মদ।। -ছালাতুন ইয়া....

০৪। করেঙ্গে আম্বিয়া মাহ্শার মে নাফ্ছী-
উঠেঙ্গে উম্মতী গোয়া মোহাম্মদ।। -ছালাতুন ইয়া....

০৪। কৃতীলে খঞ্জরে বোর্রা নেহী দিল-
মগর কোর্বানে আব্রোয়ে মোহাম্মদ।। -ছালাতুন ইয়া....

০৫। মোহাম্মদ ছে ছিফাত পুছোও খোদা কি–
খোদা ছে পুছিও শানে মোহাম্মদ।। –ছালাতুন ইয়া....

০৬। মোহাম্মদ মোস্তফা জানে খোদা কো–
খোদা জানে মোহাম্মদ মোস্তফা কো।। –ছালাতুন ইয়া....

০৭। মোহাম্মদ মোস্তফা নুরুন আলা নূর–
হাবীবে কিব্‌রিয়া নূরুন আলা নূর।। –ছালাতুন ইয়া....

০৮। খোদা খোদ্ হায় খরিদারে মোহাম্মদ–
খোদা মিল্‌তা হায় দরবারে মোহাম্মদ।। –ছালাতুন ইয়া....

০৯। নবীকে খলিফা হেঁ চার আকবর–
আবু বক্‌র, ওমর, ওস্‌মান ও হায়দার।। –ছালাতুন ইয়া....

১০। নছিমা, জানেবে বোত্‌হা গুজর কুন্–
জে আহ্‌ওয়ালাম্ হাবীবীরা খবর কুন।। –ছালাতুন ইয়া....

১১। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ খবর লও–
মেরে মাওলা মেরে আকা খবর লও।। –ছালাতুন ইয়া....

১২। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ খবর লও–
মুসিবত ছে গোলামো কো বাঁচা লও।। –ছালাতুন ইয়া....

১৩। ইয়া রাছুলাল্লাহি উন্‌জুর হা-লানা–
ইয়া হাবীবাল্লাহি ইছ্‌মা ক্বা-লানা।। –ছালাতুন ইয়া....

১৪। ইন্নানী ফী বাহ্‌রে হাম্মিন মুগ্‌রাকুন–
খুজ্ আইদি ছাহ্‌হিল লানা আশ্‌কালানা।। –ছালাতুন ইয়া....

এরপর–

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
ওয়ামা আরছাল্‌নাকা ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন।

০১। মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা–
রাহমাতুল্লিল আলামীন মারহাবা।। –মারহাবা....

০২। জল্‌ওয়াগর হো ইয়া ইমামাল মোরছালীন–
জল্‌ওয়াগর হো রাহমাতুল্লিল আলামীন।। –মারহাবা....

০৩। জল্‌ওয়াগর হো আয় চেরাগে কুহে তুর–
নাছেখে তাওরীত ও ইঞ্জিল ও যবুর।। –মারহাবা....

০৪। জল্‌ওয়াগর হো গমজাদোঁকে দস্তগীর–
জল্‌ওয়াগর হো হাদীয়ে রওশন জমীর।। –মারহাবা....

০৫। জল্‌ওয়াগর হো মীম, হা ও মীম ও দাল–
জলওয়াগর হো বে-নজীর ও বে-মেছাল।। –মারহাবা....

০৬। জলওয়াগর হো আম্বিয়া কে মোক্তাদা–
জলওয়াগর হো আউলিয়াকে পেশোয়া।। –মারহাবা....

০৭। জল্‌ওয়াগর হো জল্‌ওয়ায়ে নূরে খোদা–
জল্‌ওয়াগর হো ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা।। –মারহাবা....

ইয়ানে বারভী রবিউল আউয়াল পীর কে দিন ব–ওয়াক্তে ছোবহে ছাদেক ছাইয়েদে কাওনাঈন, ছোল্‌তানে দারাঈন আকায়ে নাম্‌দার তাজেদারে মদিনা হযরতে মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজ্‌তবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম নে হাজারো জাহ্ ও জালাল ছে দৌলতছারায়ে ইক্‌বাল মে জহুর ইজলাল ফরমায়া। আওর হাম গোনেহ্‌গারোঁ কো দৌলতে ঈমান ছে মালামাল ফরমায়া।

এরপর–

উর্দ্দূ লুরী–(দোলনার গজল)

আল্লাহ আল্লাহ আল্লা-হু–লা-ইলাহা ইল্লাহু (২ বার)

০১। আমিনা বিবিকে গুলশান মে আয়া তাজা বাহার!
পড়তেহে ছাল্লাল্লাহু ওয়া ছাল্লাম-আজ দরো দিওয়ার-নবীজী।। ঐ

০২। বারা রবিউল আউয়াল কো ওহ্-আয়া দুর্‌রে ইয়াতীম!
মাহে নবুয়ত মেহ্‌রে রিছালাত-ছাহেবে খুল্‌কে আজীম-নবীজী।। ঐ

০৩। ইয়াছিন তোয়াহা কাম্‌লী ওয়ালা-কোরআন কি তাফছীর!
হাজির ও নাজির শাহিদ ও ক্বাছিম-আয়া চিরাজুম মুনীর-নবীজী।। ঐ

০৪। আউয়াল আখের ছব্ কুছ্ জানে-দেখে বয়ীদ ও ক্বরীব!
গায়েব কি খবরি দেনে ওয়ালা আল্লাহ্ কা হাবীব-নবীজী।। ঐ

০৫। পিয়ারী ছুরত হাছ্‌তা চেহ্‌রা-মুহ্ ছে ঝড়তে ফুল!
নূর কা পুত্‌লা চান্দকা টুক্‌ড়া-হক্বকা পেয়ারা রাছুল-নবীজী।। ঐ

০৬। জিব্রিল আয়ে ঝোলা ঝুলানে-লুরী দে জিশান!
ছোঝা ছোঝা রহ্‌মতে আলম-নবীউকে ছোল্‌তান-নবীজী।। ঐ

০৭। বাহ্‌রে ছালামী ছারে ফেরেস্তে-আছ্‌মানো ছে আয়ে!
ছোব্‌হে বেলাদত পেয়ারে নবীপর্-ছালাত ও ছালাম পৌঁহ্‌ছায়ে-নবীজী।। ঐ

ফেরেস্তোঁ কি ছালামী দেনে ওয়ালী ফউজ গাতি থী
হযরতে আমিনা ছুন্তি থী–ইয়ে আওয়াজ আতি থী।

(কিয়াম)

ইয়া নাবী ছালাম আলাইকা–ইয়া রাছুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা–ছালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা!!

০১। আমিনা বিবি কে জায়া-বারভী তারিখ আয়া!
ছোব্‌হে ছাদেক নে ছুনায়া-নূরে আলম মে হায় ছায়া!! –ইয়ানাবী....
০২। আর্‌শ কা কাবা মদিনা-ফর্‌শ কা কাবা মদিনা!
কাবা কা কাবা মদিনা-জান্নাতুল মাওয়া মদিনা!! ঐ
০৩। জাল্‌ওয়ায়ে খাইরিল বশর হো-উন্‌কা দর আওর মেরা ছার হো!
ইছ জাহাঁ ছে জব্ ছফর হো-ছব্‌জে গোম্বদ পর নজর হো!! ঐ
০৪। জান্‌কর কাফি ছাহারা-লে লিয়া হায় দর তুম্‌হারা
খল্‌ক কে ওয়ারেছ খোদারা-লো ছালাম আব্ তু হামারা!! ঐ
০৫। কালী কালী কাম্‌লি ওয়ালে-রুখ্ ছে জুল্‌ফোঁ কো হটা লে!
দেখ্ কর জাল্‌ওয়ে নিরালে-জানও দিল করদোঁ হাওয়ালে!! ঐ
০৬। জব্ কাহিঁ না হো ঠিকানা-চেহ্‌রায়ে আন্‌ওয়ার দেখানা!
কল্‌মায়ে তৈয়্যেব পড়্‌হানা-আপ্‌নে দামন মে ছুপানা!! ঐ
০৭। ভুল্‌না যা রোজে কিয়ামত-হাম্ হে খাহানে শাফায়াত!
হাম্‌পর ভী করম্ ফর্‌মানা-বেক্বারার হায় দিল্ দিওয়ানা!! ঐ
০৮। আজ তোফায়লে গাউছে আজম-বাদ্‌শাহে হার দো আলম!
ছদ্‌কায়ে ইমামে আজম-দূর হো ছব্‌হি রন্‌জ্ ও গম্!! ঐ

(তারপর-লাখো ছালাম পাঠ করে কিয়াম শেষ করতে হবে)
মোস্তফা জানে রহমত পে-লাখো ছালাম
শাম্‌য়ে বজমে হেদায়াত পে-লাখো ছালাম।
(পৃষ্ঠা-১৫ দেখুন)

না'তে রাসুল (দঃ)-এর আসর

উর্দু

০১। ছব্‌ছে আওলা ও আলা-হামারা নবী,
ছব্‌ছে বালা ও ওয়ালা-হামারা নবী। ২ বার
০২। আপ্‌নে মাওলাকা পেয়ারা-হামারা নবী,
দোনো আলম কা দূলাহ্-হামারা নবী।। ঐ
০৩। বজ্‌মে আখের কা শামা-ফরোজা হুয়া,
নূরে আউয়াল কা জাল্‌ওয়া-হামারা নবী।। ঐ
০৪। জিছ্‌কো শা-য়াঁ হায় আর্‌শে-খোদা পর জুলুছ,
হ্যায় ওহ্ ছোল্‌তানে ওয়ালা-হামারা নবী।। ঐ
০৫। খল্‌ক ছে আউলিয়া-আউলিয়া ছে রুছুল,
আওর রসুলুঁ ছে আ'লা-হামারা নবী।। ঐ
০৬। আছ্‌মানোঁ হি পর্-ছব্ নবী-রাহগেয়ে,
আর্‌শে আজম পে পৌছা-হামারা নবী।। ঐ
০৭। ক্বর্‌নোঁ বদ্‌লী রছুলুঁ কি হোতি রাহি
চাঁন্দ বদ্‌লী কা নিক্‌লা হামারা নবী।। ঐ
০৮। জিছ্‌কি দো বোন্দ্ হেঁ-কাউছার ও ছাল্‌ছাবিল,
হায় ওহ্ রহ্‌মত কা দর্‌ইয়া হামারা নবী।। ঐ
০৯। কৌন্ দেতা হায় দেনেকো মুহ্ চাহিয়ে,
দেনে ওয়ালা হায় ছাচ্ছা-হামারা নবী।। ঐ
১০। কেয়া খবর কেত্‌নে তারে-খিলে ছুপ্ গেয়ে,
পর্ না ডুবে না ডুবা-হামারা নবী।। ঐ

১১। মুল্‌কে কাওনাইন মে-আম্বিয়া তাজ্‌দার,
তাজ্‌দারোঁ কা আক্বা-হামারা নবী।। ঐ

১২। ছারে আচ্ছোঁ মে আচ্ছা ছম্‌ঝিয়ে জিছে,
হ্যায় উছ্ উচোঁ ছে উঁচা-হামারা নবী।। ঐ

১৩। জিছ্‌নে টুক্‌ড়ে কিয়ে হ্যায়, ক্বমর্ কো উহ্ হ্যায়,
নূরে ওয়াহ্‌দাত কা টুক্‌ড়া-হামারা নবী।। ঐ

১৪। দিছ্‌নে মূর্দা দিলোঁকো দি-ওম্‌রে আবাদ,
হ্যায় উহ্ জানে মছিহা-হামারা নবী।। ঐ

১৫। গম্‌জাদোঁ কো রেজা মুঝ্‌দা-দি-জে কে হ্যায়,
বে-কছোঁ কা ছাহারা-হামারা নবী।। ঐ

(আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরেলবী (রহঃ) রচিত)
(সুরঃ দুই প্রকার অনুকরণীয়)

না'তে রাসুল (দঃ)-উর্দ্দু

প্রথমে দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলাই-কা ইয়া-রাছু-লাল্লাহ,
ওয়া ছাল্লাম আলাই-কা ইয়া-হাবীবাল্লাহ। (২বার)

০১। আল্লাহ্ আল্লাহ্ ইয়ে ওজিফা মেরা ছোবহো শাম্ হায়,
হার ঘড়ি লব্ পর মোহাম্মদ মোস্তফা কা নাম হায়। -২বার

০২। ছাকিয়ে কাউছার লকব-আপ্‌হি কা ইয়া নবী,
দো মুঝে এক জাম্ জিছ্‌কা জামে কাউছার নাম হায়।। ঐ

০৩। জিক্‌রে মিলাদুন্নবী কর্‌তা রাহোঙ্গা ওম্‌র ভর,
জ্বল্‌তে রাহো নজ্‌দীয়ো জ্বল্‌না তোম্‌হারা কাম হায়
জ্বল্‌তে রাহো ওয়াহ্‌বীয়ো জ্বল্‌না তোম্‌হারা কাম হায়।। ঐ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (রহঃ) (সুর ঃ অনুকরণীয়)

দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম,
ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

নাতে রাসুল (দঃ)-উর্দু

(দীদারের বাসনা)

প্রথমে দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলাই-কা ইয়া-রাছু-লাল্লাহ,
ওয়া ছাল্লাম আলাই-কা ইয়া-হাবীবাল্লাহ।

০১। এহি হায় তামান্না-এহি আরজু হায়
এহিতো ছুনানে কো জী চাহ্‌তা হায়,
মদিনে কো জাউঁ-পলট্ কর্ না আউঁ,
ওহি ঘর বানানে কো-জী চাহ্‌তা হায়।। -এহি হায় তামান্না....

০২। পাকাড় কর্ করোঁ আর্‌জে-রওজেকি জা-লী,
মাই দর্ কা ছাওয়ালী হোঁ-আয় শাহে আ-লী,
না লওটাইয়ে গা মুঝে হাত খালী-
কে বিগ্‌ড়ী বানানে কো জী চাহ্‌তা হায়।। -এহি হায় তামান্না....

০৩। ছালাত ও ছালাম আয়-রাছুলে মোয়াজ্জম,
ছালামুন আলাইকা আয়-নবীয়ে মোকাররম,
খোদা কি কছম্ তেরে রওজে পে আ-কর
ইয়ে হার্‌দম্ ছুনানে কো জী চাহ্‌তা হায়।। -এহি হায় তামান্না....

০৪। বোলা লিজিয়ে আপ্‌মে-রহ্‌মত কা ছদ্‌কা,
নবুয়্যত কা বর্‌কত কা-আজ্‌মত্ কা ছদ্‌কা;
বোলা লিজিয়ে গাউছে আজম কা ছদ্‌কা-
মোক্বাদ্দর জাগানে কো জী চাহ্‌তা হায়।। -এহি হায় তামান্না....

(নোগ্‌মায়ে হাবীব থেকে সংকলিত সুরঃ অনুকরণীয়)

নাতে রাসুল (দঃ)-উর্দু
আগমনী

০১। জগ্ মে যব আয়ে মোহাম্মদ-ইসলাম জিন্দা হোগেয়া;
মারহাবা ছাল্লে আলা কুফরো রওয়ানা হোগেয়া!

০২। জগ্ মে যব আয়ে নবী-দুনিয়া থী কুফ্‌র ভরি,
মোশরেকোঁনে কল্‌মা পড়্‌হা-কাফের মুসলমান হোগেয়া।। -জগমে যব্

০৩। কিয়া করোঁ বয়ান মেরে-পেয়ারে নবী কি শান্ মে,
জিন্‌কি তারীফ করচুকে খোদ খোদা কোরআন্ মে;
জিছ্‌নে উন্‌কো পয়দা কিয়া-উহ্ খোদ্ হি শায়্‌দা হোগেয়া।।-জগমে যব্

০৪। মাহ্‌বুবে খোদা যব্ পয়দা হোয়া-গোদ্ মে পায়া এক নূর কা পুত্‌লা,
আওর কাহ্‌নে লাগী আমিনা-ছারী খোদায়ী নজর মে আগেয়া।। ঐ

০৫। জমিন পে লাগা যব নবী কা কদম-দুনিয়া টল্‌নে লাগি খোদা কি কছম,
ছব্ নবীউঁ নে ছার্ ঝুকা দিয়া-নবীউঁ কে নবী আগেয়া।। -জগমে যব্

০৬। জ্বীন্-পরী আওর হুর্ ও ফেরেস্তা-দরূদ ও ছালাম কা লাগায়া নারা
চাঁদ ছুরজ্ আওর তারা-বুত্ ভি সিজ্‌দে মে গির্ গিয়া।। -জগমে যব্

০৭। খোদা কা মেহ্‌মান হামারা নবী-আয়া আল্লাহ্ কা মাহবুব আল্-আরাবী,
দিল্ মেরা কাবা বনা-রুহ্ মদিনা হোগেয়া।। -জগমে যব্

০৮। শাফায়াত করেঙ্গে রোজ্ হাশর মে-উম্মত কা বেড়া করেঙ্গে পার,
তুম্ হো হামারা ইয়া নবী-হাম্ তোম্‌হারা হোগেয়া।। -জগমে যব্

সংগৃহীত ঃ (সুর ঃ কাওয়ালী)

দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম
ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

শানে গাউছে পাক ঃ জন্ম বৃত্তান্ত

০১। আয় বড় পীর আবদুল কাদের জীলানের জীলানী
তোমারি নামের গুণে আগুন হয়ে যায় পানি।। -তোমারি....

০২। জন্ম তোমার জিলানেতে-তরিকা হয় কাদেরিয়া,
আবু ছালেহ মুছা ছঙ্গী-হলেন যে তোমার পিতা;
উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা-তোমার হয় জননী।। -তোমারি....

০৩। ষাইট বৎসর বয়সেতে-গর্ভ ধরেন ফাতেমা,
খবর শুনে মহা খুশী-হলেন গো তোমার পিতা;
শেষ বয়সে সন্তান আশায়-খুশী জনক জননী।। -তোমারি....

দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম,
ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

নাতে রাসুল (দঃ)
(নবী-সাধনা)

০১। কোন্ সাধনে পাইব তোমায়-ওগো নবীজী-কোন্ সাধনে পাইব তোমায়।
হুর পরী নূরীগণ, করি কত সা-ধন, তবু তোমার দীদার নাহি পায়!!
ওগো নবীজী-কোন সাধনে....

০২। নবী মাতৃগর্ভে আসিয়া, পিতৃহারা হইয়া, এতিমরূপে আসিলেন ধরায়।
তোমার পবিত্র এই মুখে, দুধ খাইলা যার বুকে, ধন্য হইল বিবি হালিমায়!! ওগো নবীজী ....

০৩। নবী রাখালিয়ার বেশে, হালিমার দেশে, বকরী চরাইতেন জংগলায়।
বনের যত পশুগণ, ভক্তি করতো দুইচরণ, পাখীগণে বাতাস করতো গায়!! ওগো নবীজী ....

০৪। আকাশের হুরে, শিরে ছাতা ধরে, মেঘমালা ছায়া দিত গায়!
তোমার এই মোজেজা, দেখে বিবি খাদিজা, জীবন যৌবন সপে দিলেন পায়!! ওগো নবীজী....

০৫। কত দিবস রাতি, রাব্বী হাবলী উম্মতী, যপমালা ছিল সর্বদায়!
এই অধমের বাসনা, চরণ ছাড়া কইরনা, আছি তোমার দীদারের আশায়!! ওগো নবীজী...

সুর ঃ অনুকরণীয় (-পরিমার্জিত হাফেজ এম এ জলিল)

দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম,
ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম!

নাতে রাসুল (দঃ)
(দিদারের বাসনা)

০১। নবী বিনে প্রাণ বাঁচেনা-
আমায় নিয়া যাওরে মদিনা। ২বার

০২। (আল্লাহ্ ও!) এমন দয়াল নবী-যার উছিলায় পয়দা সবি-ও,
তিনি শুইয়া রইলেন-সোনার মদিনায়। আমায়....

০৪। প্রথম মাসেতে স্বপ্নে-এলেন বিবি মা হাওয়া,
শুন শুন শুন ওগো-উম্মুল খায়ের ফাতেমা;
তোমার কোলে আসবেন যিনি-গাউছুল আজম নাম শুনি।।-তোমারি....

০৫। দ্বিতীয় মাসেতে এলেন-বিবি সারাহ্ জননী,
শুন ওগো মা ফাতেমা-শুন হোসেন নন্দিনী;
তোমার গর্ভে পয়দা হবে-মা'রেফতেরি খনী। -তোমারি....

০৬। তৃতীয় মাসের কালে-এলেন বিবি আছিয়া,
শুন ওগো মা ফাতেমা-শুন তুমি মন দিয়া;
তোমার গর্ভে বসে আছেন-ভেদের মালিক হয় যিনি।। -তোমারি....

০৭। চার মাস কালে মরিয়ম-পঞ্চমেতে খাদিজা,
ছয় মাসে দিলেন খবর-মা আয়েশা আসিয়া;
তোমার ঘরে পয়দা হবে-ওলিকুল শিরোমনি।। -তোমারি....

০৮। সাত মাসের কালে আসলেন-মা ফাতেমা জননী,
শুন মাগো তুমি আমার-হোসেন বংশের নন্দিনী;
তোমার ঘরে জন্ম নিবে-আমার নয়ন মনি।। -তোমারি....

০৯। আট মাসে বিবি জয়নব-নবমেতে ছকিনা,
স্বপ্নে বলেন শুন ওগো-উম্মুল খায়ের ফাতেমা;
তোমারি সন্তানের গুণে-ধন্য জিলান পাকভূমি।। -তোমারি....

১০। রমজানের প্রথম রাতে-তোমার শুভ জন্ম হয়,
দিনের বেলায় খাওনা দুধ গো-তাতে তোমার রোজা হয়;
কেউ জানেনা চাঁদের খবর-জানে গাউছে ছামদানী।। -তোমারি....

১১। গর্ভে বসে মায়ের মুখে-শুনে কোরআনের বাণী,
হেফজ করলে অর্দ্ধ কোরআন-ওগো গাউছে জিলানী,
মায় জানেনা ছেলের খবর-জানে আল্লাহু গনী।। -তোমারি....

১২। আগুনেতে তোমার গোপন-ভেদ দিলে ছাড়িয়া,
এক পলকে ওগো গাউছ-যাবে আগুন নিভিয়া;
অধমেরে পার করিও-হাশরের দিনে তুমি। -তোমারি....

১৩। যেই নজরে চোরকে কুতুব-দিলে তুমি বানাইয়া,
সেই নজরে কর দয়া-ওগো দয়াল গাউছিয়া;
সকলেরে দাওগো তুমি-তোমার সেই নজর খানী।। -তোমারি....

১৪। মুরিদী লা তাখাফ শুনি-তোমার মুখের জবানী,
চরণতলে দিলাম সঁপে-অধমের (জলিলের) জীবন খানী,
রোজ হাশরে মুরিদগণে-কোলে তুলে নাও তুমি।। -তোমারি....

রচনা ঃ হাফেজ এম এ জলিল

০৩। (মাবুদ গো!)-মদিনার পাক মাটি, চোখে মুখে বুকে মাখি-ও,
প্রাণ জুড়াইতাম-দুঃখ রইত না। আমায়....

০৪। (আল্লাহ্ ও!) পাখা যদি দিতা মোরে, উড়ে যেতাম সেই শহরে-ও,
ছালাম দিতাম নবীজীর রওজায়। আমায়....

০৫। (আল্লাহ্ ও!)-অধম পাপীর তরে-যে কোন উছিলা করে-ও,
পৌঁছাইয়া দিও মোরে-সোনার মদিনায়। আমায়....

পরিমার্জিত রূপ ঃ অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল

(সুর ঃ করুন ভাটিয়ালী)

**দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম
ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।**

এশ্‌কে মাওলা (গজল)

০১। আশেক মাশুক প্রেমের-এমনি নিশানা!
প্রেম কইরা প্রেমিক মরে-প্রেম তো মরেনা!! প্রেম কইরা....

০২। প্রেম কইরাছেন নবী অলি-খোদার সনে গেছেন মিলি!
দিছেন মনের পর্দা খুলি-এশকে রাব্বানা!! প্রেম কইরা....

০৩। প্রেম কইরাছেন জাকারিয়া নবী-করাতে তাঁর মাথা চিড়ি!
দুই খন্ড করিল মাথা উহু করলেন না!! প্রেম কইরা....

০৪। প্রেম কইরাছেন আইউব নবী-সর্ব অঙ্গে কিড়ায় ভরি!
করে ফেলে জর্রা জর্রা উহু করলেন না!! প্রেম কইরা....

০৫। প্রেম করিলেন মুছা নবী-কুহে তুরে গেলেন চলি!
খোদার নূরে পাহাড় জ্বলে-মুছা জ্বলে না!! প্রেম কইরা....

০৬। প্রেম করিলেন ইউনুছ নবী-মাছের পেটে রইলেন পড়ি!
এছমে আজমের গুণে-হজম হইলেন না!! প্রেম কইরা....

০৭। প্রেমিক ছিলেন খলীল নবী-ইসমাইল কে দিলেন জবি
কোরবানী নয় কোরবানী নয়-প্রেমের বাহানা।। প্রেম কইরা....

সুর ঃ (২ প্রকার-কুমিল্লা ও সিলেটী)
পরিমার্জিত ঃ অধ্যক্ষ এম এ জলিল

না'তে রাসুল (দঃ)
(কর্তৃত্ব)

০১। ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা নবী-ছাল্লে আলা (২ বার)
শাফায়াতের কান্ডারী-রাছুলাল্লাহ!! ইয়া মোহাম্মদ....

০২। খোদার নূরের সৃজন যিনি-গায়েবের খবর তাঁর মুখে শুনি!
দোছরা কেহ মাবুদ নাই-এক আল্লাহ!! ইয়া মোহাম্মদ....

০৩। কেউ বলে নবীজী নূরের পুতুল-কেউ বলে নবীজী গোলাপেরি ফুল।
নয় সে গোলাপ নয় সে পুতুল-নূরে আল্লাহ!! ইয়া মোহাম্মদ

০৪। রুহানী জগতে নবী-আদমের বাবা, নবীজী আমার কাবার কাবা!
নবীজীর শোকেতে কাবা-হইয়াছে কালা!! ইয়া মোহাম্মদ....

০৫। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারায়-চলে নবীজীর নূরের ইশারায়!
নবীজীর নূরেতে জগত-হইল উজালা!! ইয়া মোহাম্মদ....

০৬। আঙ্গুলের ইশারায়-চন্দ্র দুই টুকরা হয়-ডুবন্ত সূর্য ফিরিয়া উদয় হয়!
এমন মোজেজা দিলেন-আল্লাহু তায়ালা!! ইয়া মোহাম্মদ....

(প্রচলিত সুর) ঃ পরিবর্ধিত ঃ অধ্যক্ষ এম এ জলিল

দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু ....

নাতে রাসুল (দঃ)
(উছিলা)

০১। প্রেমের ডুরি বান্ধরে-নবীজীর সনে!
নূর নবী বানাইলেন আল্লাহ-প্রেমের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০২। আশেক মাশুকের খেলা-সেই খেলাতে কাম্‌লিওয়ালা!
মেরাজেতে নিলেন আল্লায়-প্রেমের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০৩। কাছে নিলেন বারী তায়ালা-নূরের সাথে নূর মিশাইলা!
দুইয়ের পর্দা উঠাই দিলেন-প্রেমের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০৪। কঠিন হাশরের দিনে, কাঁদবেন নবী উম্মত বলে!
মাপ করিবেন দয়াল আল্লাহ-প্রেমের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০৫। (আল্লাহ) বানাইল আসমান জমীন-আর বানাইল রাত্রি ও দিন!
সারা জগত বানাইল-নবীর কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০৬। আদমকে বানাইল খোদায়-নবীর নূর ললাটে মাথায়!
ফেরেস্তারা সিজ্‌দা করে-সেই নূরের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০৭। আদমকে বানাইল ভেলা-সেই ভেলাতে কাম্‌লি ওয়ালা!
আদমের সাথে নবী-আসল্লেন জমিনে!! -প্রেমের ডুরি

০৮। ইবরাহীমের কপালেতে-সেই নূর গেলেন আগুনেতে!
আগুনে না জ্বলে নবী-নূরের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

০৯। সেই নূর যার কলবে হবে-দোজখের ভয় নাহি রবে!!
বেহেস্তে যাইবে বান্দা-সেই নূরের কারণে!! -প্রেমের ডুরি

(সুর ঃ সিলেটী) ঃ পরিমার্জিত- অধ্যক্ষ এম এ জলিল

নাতে রাসুল (দঃ)
(সৃষ্টির মূল নূরে রাসুল)

০১। উম্মতের কান্ডারী নবী-রহমতের ভান্ডার! ২ বার
রোজ হাশরে তুমি বিনে-কে করিবে পার!! -উম্মতের কান্ডারী

০২। দয়াল প্রভু ছিলেন একা-হাদীছে কুদ্‌ছীতে লেখা!
কেউ না চিনতো বারী তায়ালা-গোপন ভান্ডার!! -উম্মতের কান্ডারী

০৩। গোপন প্রেমের কারনেতে-আপন নূরের জ্যোতি হতে!
সৃষ্টি করলেন নূর নবী-কুদরতে তাঁহার!! -উম্মতের কান্ডারী

০৪। নূর নবীজীর নূর দিয়া-আসমান জমিন বানাইয়া!
হুর পরী বানাইলেন-নূরেতে তাঁহার!! -উম্মতের কান্ডারী

০৫। সেই নূরের নূরেরি খেলা-মানুষকে বানাইলা ভেলা!
কান্ডারী সাজিলেন মাওলা-নবী সরওয়ার!! -উম্মতের কান্ডারী

০৬। আশেক হলেন খোদা তায়ালা-মাশুক হলেন কাম্‌লি ওয়ালা!
দরূদ পড়েন বারী তায়ালা-ফেরেস্তা তাঁহার!! -উম্মতের কান্ডারী

০৭। নবীজীর দিদার হলে-দোজখ যাবে হারাম হইয়ে
দিও দেখা দয়াল নবী-মরনে আমার!! -উম্মতের কান্ডারী

০৮। ভয় রবেনা কবরেতে-জেয়ারত যদি মিলে!
দুই নয়নে দেখি যদি-চেহারা তোমার!! -উম্মতের কান্ডারী
০৯। মনকির নকীর কবরেতে-এসে যদি ছাওয়াল করে!
জওয়াবেতে বলব আমি-উম্মত তোমার!! -উম্মতের কান্ডারী
১০। হাশর আর মিজানেতে-যত বিপদ পুলছিরাতে!
তখন তুমি হাত ধরিয়ে-করিও উদ্ধার!! -উম্মতের কান্ডারী
১১। "হাশরের কান্ডারী নবী"-নাম রাখিলেন জাতে বারী!
গুনাহগার উম্মতের-করিতে উদ্ধার!! -উম্মতের কান্ডারী
(সুর ঃ জজবা) ঃ পরিমার্জিত- অধ্যক্ষ এম এ জলিল

দরূদ ঃ ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম
ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

বাংলা দরূদ শরীফ (কবরের ফিকির)

আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে ছাইয়্যিদিনা মোহাম্মদ

০১। আইছ ভবে যাইতে হবে কবরে-হিসাব নিকাশ দিতে হবে হাশরে। ঐ
০২। ভাই বন্ধু ইষ্টি কুটুম সব ছেড়ে-একেলা যাইতে হবে কবরে। ঐ
০৩। সাপে কাটবে গুর্জ মারবে হায়রে হায়-ভাগিবার রাস্তা নাইরে সেই জায়গায়। ঐ
০৪। সাথী নাইরে বাতি নাইরে কবরে-চিরদিন থাকতে হবে কবরে। ঐ
০৫। জায়গা জমি জমিদারী সব ছেড়ে-একেলা পড়িয়া থাকবে কবরে। ঐ
০৬। ঘর বাড়ী স্ত্রীপুত্র কার বা কি-অন্ধকার কবরে হবে বসতি। ঐ
০৭। সময় থাকতে কর রে মন সাধনা-সময় গেলে তোর কান্দন কেউ শুনবেনা। ঐ

(সুর ঃ কুমিল্লা ও নোয়াখালীর দরূদ)

বাংলা দরূদ ঃ (নবীর প্রেম বিচ্ছেদ)

আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদ-ওয়া আলা আলে ছাইয়িদেনা মোহাম্মদ।

০১। শুন শুন শুন মুমিন সকলে-দীনের নবী যায়গো চলে কবরে। ঐ
০২। নবী নাইগো নবী নাইগো মদিনা-ঘরে ঘরে রোনাজারী মদিনা। ঐ
০৩। নবীর জন্য কান্দেন বিবি ফাতেমা-ফাতেমার কান্দনে কান্দে মদিনা। ঐ

০৪। হযরত বিল্লাল আযান পুকারে-কেন্দে কেন্দে নবীজীকে বিচারে। ঐ
০৫। তোমরা নি দেইখাছ আমার নবীরে-এই না পথে যাইতেন নবী মসজিদে। ঐ
০৬। নবীর জন্য হইলেন বিলাল দিওয়ানা-শোকেতে ছাড়িয়া গেলেন মদিনা। ঐ
০৭। নবীর জন্য যার প্রাণ কান্দেনা-হাবিয়া দোযখে তার ঠিকানা। ঐ
০৮। এমন দয়াল নবী আসিলেন-উম্মতি উম্মতি বলে কান্দিলেন। ঐ
০৯। নবীর জন্য হওরে পাগল দিওয়ানা-শয়নে স্বপনে দেখবা মদিনা। ঐ

(সুর ঃ কুমিল্লার দরূদ)

(না'ত আসর সমাপ্ত)

তরিক্বত ঃ
ক্বাদেরিয়া তরিকার সংক্ষিপ্ত ওজিফা

নীচের চার ওজিফা দিনে তিন বেলা পাঠ করবে। ফজর, মাগরিব ও এশার পর নিম্ন বর্ণিত নিয়মে পাঠ করবে। বিশেষ প্রয়োজনে নামাজের পূর্বেও পাঠ করা যাবে।

পুরুষ মুরিদের জন্য ওজিফা

ফজরের নামাজের পর চার ওজিফা ঃ যথা

০১। দরূদ শরীফ-১০০ বার (আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি ছাইয়িদিনা মোহাম্মাদীন ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম)
০২। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-২০০ বার।
০৩। ইল্লাল্লাহ্-২০০ বার।
০৪। আল্লাহু-২০০ বার।

মাগরিবের ফরজ ও ছুন্নাতের পর ঃ

০১। ছালাতে আউয়াবীন ঃ ৬ রাক্আত।

দুই রাকআত 'করে তিন নিয়তে ছয় রাকআত' ছালাতে আউয়াবীন নামাজ। প্রতি রাকআতে ১ বার আলহামদু ছুরা ও ৩ বার কুলহুয়াল্লাহু ছুরা পাঠ করবে।

নিয়ত ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআতাই ছালাতিল আওয়াবীন, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

০২। দরূদ শরীফ-১০০ বার (পূর্ব নিয়মে)

এশার পর তিন ওজিফা ঃ

০১। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-২০০ বার।

০২। ইল্লাল্লাহ্-২০০ বার।

০৩। আল্লাহু-২০০ বার।

মহিলা মুরিদের জন্য ওজিফা

ফজরের পর দুই ওজিফা ঃ

০১। দরূদ শরীফ-১০০ বার (বর্ণিত নিয়ম)

০২। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্-১০০ বার।

মাগরিবের পর ঃ

০১। ৬ রাক্আত ছালাতে আওয়াবীন (বর্ণিত নিয়মে)

০২। দরূদ শরীফ-১০০ বার (বর্ণিত নিয়মে)

এশার পর ঃ

০১। বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ-১০০ বার।

বিঃ দ্রঃ নামাযের পরে কোন জরুরী কাজ থাকলে নামাযের পূর্বেও দরূদ এবং জিকির আদায় করা যাবে। নিয়মিত সবক আদায় করতে হবে।

খতমে গাউছিয়া শরীফ

রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, বালামুসিবত থেকে উদ্ধার ও রোজী রোজগারে বরকত, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য কাদেরিয়া তরিকার মাসায়েখগনের আমলকৃত এই খতম অত্যন্ত বরকতময় ও পরিক্ষীত।

নিয়ম ও তারতীব

১। দরূদে তাজ-১ বার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ছাহিবিত তাজে ওয়াল মিরাজে ওয়াল বোরাকে ওয়াল আলাম। দাফিয়িল বালায়ী ওয়াল ওয়াবায়ী ওয়াল ক্বাহ্তি ওয়াল মারাদ্বি ওয়াল আলাম। ইছ্মুহু মাক্তুবুম্ মারফুউম মাশ্ফুউম মানকুশন্

ফিল্ লাওহে ওয়াল কালাম। ছাইয়িদিল আরাবি ওয়াল আজাম। জিছ্মুহু মোকাদ্দাছুম মোয়াত্তারুম মোতাহ্হারুম মোনাওয়ারুন ফিল বাইতি ওয়াল হারাম। শাম্ছিদ্দোহা বাদরিদ্দুজা ছাদ্রিল উলা নূরিল হুদা কাফিল ওয়ারা মিছ্বাহিজ জুলাম। জামীলিশ শিয়ামি শাফী'ইল উমামি ছাহিবিল জু-দি ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছিমুহু ওয়া জিব্রীলু খাদিমুহু। ওয়াল বোরাকু মারকাবুহু ওয়াল মিরাজু ছাফারুহু। ওয়া ছিদরাতুল মোন্তাহা মাকামুহু ওয়া ক্বাবা কাউছাইনি মাত্লুবুহু। ওয়াল মাত্লুবু মাক্ছুদুহু ওয়াল মাক্ছুদু মাওজুদুহু। ছাইয়িদিল মোরছালীনা খাতামিন নাবিয়্যীন। শাফী'ইল মোজনেবীনা আনিছিল গারিবীন। রাহমাতিল্লিল আলামীনা রাহাতিল আশিকীন। মুরাদিল মোশ্তাক্বীনা। শামছিল আরিফীন। ছিরাজিছ ছালিকীনা মিছ্বাহিল মুক্বাররাবীন। মুহিব্বিল ফোকারায়ী ওয়াল গুরাবায়ি ওয়াল মাছাকীন। ছাইয়িদিছ ছাকালাইনি নাবিয়্যীল হারামাইন। ইমামিল ক্বিবলাতাইনি ওয়াছিলাতিনা ফিদ্ দারাঈন। ছাহিবি ক্বাবা কাউছা। মাহবুবি রাব্বিল মাশরিক্বাইনি ওয়াল মাগরিবাঈন। জাদ্দিল হাছানি ওয়াল হুছাঈন। মাওলানা ওয়া মাওলাস সাকালাঈন। আবিল কাছিম মুহাম্মদ ইব্নি আবদিল্লাহ্। নূরীম মিন নুরিল্লাহ্। ইয়া আইউহাল মোশ্তাকুনা বিনূরি জামালিহী ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছ্লীমা। (দরূদ)।..........

০২। আছ্তাগফিরুল্লাহাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহি-১ বার।

০৩। দরূদ শরীফ ঃ ১১১ বার (আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম)

০৪। ছুরা ফাতিহা- ১১ বার। (আলহাম্দুলিল্লাহি ...... দোয়াল্লীন)

০৫। ছুরা আলাম নাশ্রাহ্-১১১ বার (আলাম নাশ্রাহ্লাকা ছাদ্রাকা; ওয়া ওয়া দা'না আন্কা বিজ্রাকাল্লাজী আন্ক্বাদা জাহ্রাকা; ওয়া রাফা'না লাকা জিক্রাকা; ফাইন্না মাআল উছ্রি ইউছ্রান; ইন্না মাআল উছ্রি ইউছ্রান; ফা-ইজা ফারাগ্তা ফান্ছাব। ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব্।

০৬। ছুরা ইখলাছ-১১১১ বার।

(ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুআন আহাদ)।

০৭। ছোব্হানাল্লাহি ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি ওয়া ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম-৫৫৫ বার।

০৮। হাছবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর-৫৫৫ বার।

০৯। সুরা ফাতিহা–১১ বার। (আলহামদুলিল্লাহি ..... দোয়াল্লীন)

১০। দরূদ শরীফ–১১১ বার। (আল্লাহুম্মা ছাল্লি .... ওয়া ছাল্লিম)
(আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম)।

১১। ছাহ্হিল ইয়া ইলাহী আলাইনা কুল্লা ছাবিম বিহুরমাতি ছাইয়িদিল আবরার–১১১ বার।

১২। ইলাহী-বিহুরমাতে হযরত খাজা শেখ ছুলতান ছাইয়িদ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু–১১১ বার।

১৩। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন–১১১ বার।

১৪। আল্লাহুম্মা আমীন–১১১ বার।

১৫। ইয়া রাব্বাল আলামীন–১ বার।

নিম্নের তিনটি অতিরিক্ত তসবিহ্ পাঠ করা উত্তম

০১। আছ্তাগ ফিরুল্লাহাল্লাজী লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি–১১১ বার।

০২। ছোবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী ছোবহানাল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম, ওয়া বিহাম্দিহী আছ্তাগ ফিরুল্লাহ–১১১ বার।

০৩। বিছমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়াদুররু মা-আ ইছমিহি শাইউন ফিল্ আরদি ওয়ালা ফিছ্ ছামায়ি ওয়া হুয়াছ ছামীউল আলীম–১১১ বার।

এরপর শাজরা শরীফ ও মিলাদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাত। মিলাদ শরীফের নিয়ম ৯ পৃষ্ঠায় ও ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

শাজারা শরীফ ঃ মুনাজাত আকারে
(সিলসিলা ক্বাদেরিয়া)

০১। ইয়া ইলাহী আপনি জাতে কিব্রিয়া কে ওয়াস্তে,
খোলদে দরওয়াজায়ে রহ্মত গদা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০২। রাহমাতুল্লিল আলামীন খতমে রুছুল জানে জাহাঁ,
আহ্মদ ও হামিদ মোহাম্মদ মোস্তফা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৩। মুশ্কিলে আছান ফর্মা রঞ্জ ও গম্ ছব দূর কর,
ছাহেবে জুদ ও ছখা শেরে খোদা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৪। নূরে চশ্মে ফাতেমা ইয়ানে হোছাইন ইবনে আলী,
ছাইয়েদুশ শোহাদা শহীদে কারবালা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৫। মাল ও দৌলত জাহের ও বাতেন আতা কর গায়ব ছে,
শাহে জয়নুল আবেদীন শময়ে হুদা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৬। হযরতে বাকের ইমামে আরেফীন ও কামেলীন,
জাকরুছ ছাদেক ইমাম ও পেশোয়াকে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৭। উহ্ আমল ছারজাদ হো মুঝ্ ছে জিছমে হো তেরী রেজা,
মুছা কাজেম আওর শাহ্ মুছা রেজা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৮। হযরতে মারুফ কার্খী ছাহেবে এল্ম ও আমল,
ছিররি উছ্ ছক্তী ছেরাজে আউলিয়া কে ওয়াস্তে। –আমীন....

০৯। রিজ্ক্ ওয়াফের কর আতা মোহ্তাজ গায়রোঁ কা না কর,
হযরতে জুনায়েদ ছবকে রাহ্নুমা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

১০। খাজায়ে বু'বক্র ইয়ানী জাফরুশ শীব্লী অলী,
আব্দে ওয়াহেদে তামিমী পার্ছাকে ওয়াস্তে। –আমীন....

১১। ফর্হাতে দিল বখ্শ্ ইল্মে মারেফাত ছে শাদ্ কর,
বুল্ ফারাহ্ তর্তুছিয়ে বদ্রোদ্দোজা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

১২। কর্শীয়ে হাক্বারী আউর মোবারক বু-ছায়ীদ,
হো ছাআদাত জাদে রাহ্ ইয়াওমে জাযা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৩। ছাইয়েদ হাছানী হোছাইনী ইয়াজ্দাহ্ ইছমে আজীম,
আবদুল কাদের বাদ্শাহে দোছরাকে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৪। বে নেয়াজুঁ মে মুঝে কর্ ছর্ফরাজ ও বে-নেয়াজ,
শাহে জীলা মহিউদ্দিন কদ্মূল উলাকে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৫। কেব্লায়ে ওশ্শাক হযরত ছাইয়েদী আবদুর রাজ্জাক,
খাজা বু ছালেহ্ নজর গাউছুল ওয়ারা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৬। হযরতে ছাইয়েদ শিহাবুদ্দিন আহ্মদ জুল করম,
শরফুদ্দিন ইয়াহ্ইয়া বুজরগো পার্ছাকে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৭। খাজা ছৈয়দ সামছুদ্দীন মোহাম্মদ বা ওয়াকার,
শাহ্ আলাউদ্দিন আলীয়ে মাহ্লেকা কে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৮। শাহ্ বদরুদ্দীন হোসাঈন–আরেফে আকমল তরীন,
শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ফারুকে বা ছফাকে ওয়াস্তে। –আমীন....

১৯। খাজা ছৈয়দ শরফুদ্দীন কা-ছেম বাক্বা বিল্লাহ্ মকাম,
ছৈয়দ আহমদ ছর্গরোহে আত্কিয়া কে ওয়াস্তে। –আমীন....

২০। খাজা ছৈয়দ হোছাঈন–নূরে জানে আরেফাঁ,
ছৈয়দ আবদুল বাছেতে শাহ্ আছ্খিয়া কে ওয়াস্তে। –আমীন....

২১। ছৈয়দ আবদুল কাদের ছা-নী অলীয়ে নাম্‌দার,
ছৈয়দে মাহমূদ ছাহেব বা হায়াকে ওয়াস্তে। —আমীন....

২২। ফানী ফিল্লাহ্ বাকী বিল্লাহ্ শাহ্ আবদুল্লাহ্ অলী,
শাহ এনায়াতুল্লাহ ছাহেব বা-ওয়াফা কে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৩। হাফেজ আহ্‌মদ বারামূলী শায়খুনা আবদুছ্ ছবুর,
গুল্ মোহাম্মদ খাছ্ মাহবুবে খোদা কে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৪। ওরফ হায় কাঙ্গাল আওর ছারী খোদায়ী হাত মে,
এক নেগাহে মেহরে বছ্ হায় দোছ্‌রাকে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৫। খাজা মোহাম্মদ রফিক, আলেমে এল্‌মে খোদা,
শেখে আবদুল্লাহ্ অলিয়ে বা ছফাকে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৬। শাহ্ মোহাম্মদ আন্‌ওয়ারে শায়খে আকাবের নূর ও নূর,
আঁ শাহে এয়াকুব মোহাম্মদ জুল্ আতাকে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৭। কুতবে আলম গাউছে দওরাঁ আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী,
উন্‌কা ছদ্‌কা হাত উঠাতা-হোঁ দোয়াকে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৮। মাফ্ করদে আয় খোদায়ে দোজাহাঁ মেরে গুনাহ,
ছৈয়দ আহমদ শাহে কুতুবুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে। —আমীন....

২৯। পাক্ তীনত্ পাক্ বাতেন পাক্ দিল করদে মুঝে,
হযরতে তৈয়্যব শাহে শাহ্ ও গদাকে ওয়াস্তে। —আমীন....

৩০। জা-নশীনে গাউসুল আযম-আবদুর রহামন জীলানী,
দূর করদো ছব মুছিবত-উছ্ শাহা কে ওয়াস্তে। —আমীন....

৩১। জিছ্‌নে ইয়ে শাজরা পড়্‌হা আওর জিছনে ইয়ে শাজ্‌রা ছুনা,
বখ্‌শ দে ছবকো তু জুম্‌লা পেশোয়া ওয়াস্তে। —আমীন....
নূরে ঈমান ছে মোনাওয়ার-দিলকো কর আয় রব্বে জলীল
আবদুল জলীল খাক্‌পায়ে-আউলিয়া কে ওয়াস্তে। আমিন

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

লেখকের গ্রন্থাবলী

- ❑ বোখারী শরীফ (বাংলা সংকলন)
- ❑ রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন
- ❑ নূর-নবী (দঃ)
- ❑ কারামাতে গাউছুল আযম
- ❑ আহ্‌কামুল মাযার
- ❑ শিয়া পরিচিতি
- ❑ ইস্‌লাহে বেহেশতী জেওর
- ❑ ঈদে মিলাদুন্নবী ও নাত লহরী
- ❑ গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- ❑ মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ❑ প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাছায়েল শিক্ষা
- ❑ আলা হযরত স্মরণীকা ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯
- ❑ সফর নামা আজমীর
- ❑ বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত (সুন্নী ফাউন্ডেশন)

প্রাপ্তি স্থান

- **গাউছুল আযম জামে মসজিদ**
  এ/৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।
- **গাউছিয়া লাইব্রেরী**
  কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
  মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
- **১/১২, তাজমহল রোড**
  মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭
- **কুতুবিয়া দরবার শরীফ**
  বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
- **মোহাম্মদী কুতুব খানা ও রেজভী কুতুবখানা**
  আন্দর কিল্লা জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে ঃ এইচকে প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড। ফোন ঃ ৯৩৩২৬১৬, ৪০৭৮০৪